*** পরিবেশ আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ভারতবর্ষের দুটি পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করো। (What do you mean by Environmental Movement? Discuss any two environmental movements in India.)**

Bikash Naskar
Department of Political Science
Contact: 9734819872
Mail: naskarbikash@gmail.com

বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন গুলির মধ্যে 'পরিবেশ আন্দোলন' হল একটি অন্যতম। মানবজাতির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অন্তহীন পথচলায় নির্বিচারে পরিবেশ নিধন মানবসমাজকে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবেশ আন্দোলন মূলত এই ধরণের নিরন্তর পরিবেশ নিধনের বিরুদ্ধে সংগঠিত এক যৌথ প্রতিবাদ যার কোন একরৈখিক মতাদর্শ নেই, নেই কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরও। গোটা পৃথিবী জুড়েই নানা সময়ে সংগঠিত হয়েছে এই আন্দোলন। তবে বর্তমানে এর তীব্রতা ও প্রভাব অনেক বেশি। উদাহরণ হিসেবে পৃথিবী জুড়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সম্পর্কে সাম্প্রতিক সচেতনতা বৃদ্ধির আন্দোলনকে উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সর্বদা পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে হবে-এই বোধ থেকেই যে পৃথিবীর সমস্ত পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হয় তা কিন্তু নয়, বরং, উচ্ছেদের আশঙ্কা, জীবনের আশঙ্কা, জীবিকার আশঙ্কা ইত্যাদি নির্দিষ্ট দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনকারীরা পরিবেশ আন্দোলন অংশগ্রহন করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ আন্দোলনের স্পষ্ট দুটি রূপ দেখাযায়। যেমন- উত্তর গোলার্ধের ধনীদেশগুলির পরিবেশ আন্দোলন যা নান্দনিকতা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় যেমন- সবুজ রক্ষা করা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, দূষনমুক্ত পরিবেশ রক্ষা করা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধের দরিদ্র দেশগুলি বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে পরিবেশ আন্দোলন উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও মূলত দরিদ্র ও নিরন্ন মানুষের আর্থসামাজিক অধিকার রক্ষার লড়াই।

ভারতবর্ষে সংগঠিত পরিবেশ আন্দোলনের তিনটি প্রধান ইস্যুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন- উন্নয়ন বনাম পরিবেশ, জনগন বনাম রাষ্ট্র এবং স্থানীয় বনাম জাতীয়। ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত যেসব পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তুলে ধরা হল-

চিপকো আন্দোলন (Chipko Movements)

আভিধানিক অর্থে 'চিপকো' শব্দটি জড়িয়ে ধরা তার্থে ব্যবহৃত হয়। এই আন্দোলনের নামকরন মূলত কিছু গ্রামবাসীরদের গাছকে জড়িয়ে ধরার এক প্রাণপন প্রয়াস থেকে হয়েছে। বর্তমানে চিপকো আন্দোলনের অর্থ পরিবেশ রক্ষা ও নিরাপদ করা। পূর্বে এর অর্থ ছিল বৃক্ষ রক্ষা ও সৃজন। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীরা গাছকে রক্ষা করার আন্দোলন হিসেবে চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। সরকারের বনবিভাগ গাছ কাটার জন্য ঠিকাদারদের নিযুক্ত করেন, ঠিকাদারদের থেকে হিমালয়ের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বৃক্ষ-সম্পদ রক্ষার কোন উপায় স্থানীয় মানুষের সামনে না থাকায় তারা দু'হাতে গাছকে জড়িয়ে ধরে ঠিকাদারের কুঠারের কোপ প্রতিহত করে এবং এইভাবে গাছকে রক্ষা করে। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীদের এই ডিদ্যোগ ও আন্দোলন 'চিপকো আন্দোলন' হিসাবে পরিচিত।

চিপকো আন্দোলন গাড়োয়াল হিমালয়ে সংগঠিত হলেও তোর প্রভাব প্রত্যন্ত হিমালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই আন্দোলনের মূলেছিল এই অঞ্চলের অত্যন্ত সমৃদ্ধ বনভূমিকে বানিজ্যিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা। ১৯৭০ এর দশকে গোপেশ্বর, তেহেরী, চামলি, নরেন্দ্র নগর প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধিজীর আদর্শে প্রভাবিত সরলা বেন, সুন্দরলাল বহুগুনা এই আন্দোলনে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে জনজাগরন সৃষ্টি করেছিলেন। সরলা বেনের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে 'উত্তরাখণ্ড সর্বদয় মন্ডল' গঠিত হয়। এই সংগঠনটি সমাজ গঠনমূলক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের লড়াইও সংগঠিত করে। ধনী শিল্পপতি ও ঠিকাদারদের নিরবচ্ছিন্ন ও নির্বিচার অরণ্য লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এতদঞ্চলের আদিবাসী নারীপুরুষ সংঘবদ্ধ ভাবে ১৯৬৮ সালের ৩০শে মে চিপকোর সংগ্রামে সামিল হন। গোপেশ্বর গ্রামে গঠিত হয় 'দাসহোলি গ্রাম স্বরাজ্য মন্ডল'। এই সংস্থার সদস্য কর্মীরা অনুধাবন করেন যে, মানুষ ও অরণ্যের মধ্যে এবং অরন্য ও ভূমির মধ্যে সূক্ষ্ম সংযোগ-সম্পর্ক বর্তমান। এ বিষে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জাগরন ও সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্যোগ শুরুকরে। এই গোপেশ্বর গ্রামে গৌরী দেবী নামে এক গ্রামীন মহিলার নেতৃত্বে বিশেষত মহিলারা সরকারি মদতপুষ্ট ভাড়াটে কাঠুরে ও কনট্রাকটরের হাত থেকে অরন্য বাঁচানোর আন্দোলন শুরু করেন। গ্রামের মহিলারা ছোট ছোট মোর্চায় বিভক্ত হয়ে দিবা-রাত্রি গাছ পাহারা দিয়ে বানিজ্যিক আগ্রাসন থেকে গাছকে রক্ষা করেন। অনেকে এটিকে চিপকো আন্দোলনের সূচনা হিসেবে মনে করেন।

গাড়োয়াল হিমালয়ের যে সব অঞ্চলে চিপকো আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রায় সর্বত্রই মহিলারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। বদায়ারগন এলাকার ব্যাপক অংশে বৃক্ষচ্ছেদনের বনদপ্তরের পরিকল্পনা জনসমক্ষে আসলে সুন্দরলাল বহুগুনা ওই এলাকায় ১৯৭৯ সালে আমরন অনশন শুরু করেন। হাজার হাজার অনুগামী বহুগুনার সমর্থনে জড়ো হন। সরকার বহুগুনাকে গ্রেপ্তার করলে আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার পরিবর্তে আরো জোরদার হতে থাকে। জনগন নিজেরাই অরন্য বাঁচানোর জন্য দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। ফলত কনট্রাক্টরগণ অরণ্য থেকে সরে যেতে বাধ্যহন এবং সমাজের তৃনমূলস্তরের এই তীব্র প্রতিবাদে সরকারকে অরন্য পরিচালনার ব্যাপারে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃক্ষচ্ছেদনের উপর পনেরো বছরের নিষেধাজ্ঞা জারী করে।

অরণ্য সম্পদের স্থানীয় ব্যবহারের দাবী থেকে পরিবেশকে টেকসই উন্নয়নের এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিতকরন মূলত চিপকো আন্দোলনের অন্যতম অবদান। চিপকো আন্দোলনের গুরুত্ব অচিরেই প্রত্যন্ত হিমালয়ের পরিবেশ আন্দোলন হিসাবে সীমানা ছাড়িয়ে গোটা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। নিম্নে এই আন্দোলনের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরা হল

প্রথমত,- এই আন্দোলন ইকো-ফেমিনিজমের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখাযায় একদিকে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, যা অরণ্যচেছদনকে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় হিসাবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে নারীবাদী মানসিকতা থেকে অরণ্য সংরক্ষণের মাধ্যম স্বরূপ প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলত অনেকসময় একই পরিবারের পুরুষ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের মধ্যে অরণ্য নিয়ে মতভেদ দেখাযায়।

দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন ছিল মূলত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত মহিলাদেরই আন্দোলন।

তৃতীয়ত,- এই আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটি সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলন। এই আন্দোলনে সাধারণ সহিলারা সতঃপ্রণোদিত হয়ে অরণ্য বাঁচানোর লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

চতুর্থত, এই আন্দোলনের সেই অর্থে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা সাংগঠনিক দিক ছিলনা। কোন রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেনি।

পঞ্চমত, এই আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সত্যাগ্রহ, আমরন অনশন, গীতার শ্লোক পাঠ, পূজা, রাখি বন্ধন ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (Save Narmada Movement)

ভারতের তথা বিশ্বের পরিবেশ আন্দোলনগুলির মধ্যে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের অন্যতম প্রধান নদী নর্মদা। নর্মদা নদীটি মধ্যপ্রদেশের অমর কণ্টকের মহাকাল পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়ে দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অবশেষে গুজরাটের ভারনের কাছে আরব সাগরে মিশেছে। ভারত সরকার নর্মদা নদীর উপত্যকা অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প (NVDP-Narmada Valley Development project) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। আর নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন মূলত এই প্রকল্পের বিরুদ্ধেই সংগঠিত হয়েছিল।

সরকারের গৃহীত প্রকল্প অনুসারে নর্মদা ও তার উপনদীর জলধারার উপরে ৩০টি বড় ধরণের বাঁধ, ১৮৫ টি মাঝারি ধরণের বাঁধ এবং ৩০০০টি ছোট বাঁধ নির্মানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। মূল নর্মদা নদীর স্রোতধারার উপর ১০টি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যার মধ্যে সবথেকে বড় হবে দুটি। একটি গুজরাটে 'সর্দার সরোবর' ও অন্যটি মধ্যপ্রদেশে 'নর্মদা সাগর'। প্রস্তাবিত বাঁধগুলি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত পরে এবং সেচের জল সরববাহ করা হবে সরকারের তরফথেকে ঘোষনা করা হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বাবা আমতে ও মেধা পাঠকরের নেতৃত্বে প্রবল প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়। বলা হয় এই প্রকল্প কার্যকর হলে তিন লক্ষ হেক্টর বনভূমি জলের তলায় চলে যাবে, ৫৬ হাজার হেক্টর ঊর্বর জমি ধবংস হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অরন্য বৈচিত্র্যের অবলুপ্তি হবে, উদ্বাস্তু হবে অন্তত দশলক্ষ মানুষ এবং একটা বৃহৎসংখ্যার সাধারণ জনগন জীবন ধারনের উপায় হারাবেন, জমি, বাড়ি, সংস্কৃতি হারাবেন। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মূল কথা হল বৃহদাকৃতির ও উঁচু বাঁধ ও জালাধার নির্মাণের পরিনামে লাভ ক্ষতির আনুপাতিক হিসাবে কল্যান হবে কমই।

NVDP ১৯৭৯ সালে সরকারী অনুমোদন লাভ করলে বিশ্ব ব্যাঙ্ক (WB) ৪৫ কোটি ডলার ঋন সঞ্জুর করে। এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মূলত ৮০-র দশকের শেষের দিকে বিতর্কিত সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মানকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থাও সমিতি গড়ে ওঠে। যেমন- মহারাষ্ট্রের 'নর্মদাধারা সংক্রান্ত সমিতি', মধ্যপ্রদেশে গান্ধীবাদী নেতাদের 'নর্মদা ঘাট নবনির্মান সমিতি' প্রভৃতি। ১৯৫৮ সালে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে নর্মদা ভ্যালি প্রকল্প বন্ধের দাবী জানায় এবং দুই বছরের মধ্যেই এই আন্দোলন প্রকৃত অর্থে জনগনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়। এই নদী অববাহিকা অঞ্চলের প্রায় ৫০০০ হাজার আন্দোলনকারী জড়ো হয় এবং সমস্ত রকম ধ্বংসাত্মক উন্নয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সপথ নেয়। বাঁধ ও তার সংলগ্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে এবং ঐ সম্বন্ধে জমায়েত নিষিদ্ধ করে। ফলত সমগ্র এলাকাটি একটি পুলিশ ক্যাম্পে পরিণত হয়।

১৯৯০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর কয়েক হাজার গ্রামবাসী পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে বদওয়ানী (Badwani) শহরে জড়ো হয় এবং নিজ গৃহ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে জলে ডুবে প্রান ত্যাগ করার শপথ নেয়। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারন করে যখন ৭ জনের এক আত্মঘাতী বাহিনী তাদের জীবন ত্যাগ করতে উদ্যত হন। অচলাবস্থা আরো বেশ কয়েক সপ্তাহ চলতে থাকে এবং ১৯৯১ সালে ৭ জানুয়ারী ওই আত্মঘাতী বাহিনী আমরন অনশন শুরু করে। এক্ষেত্রে সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-এর হস্তক্ষেপে এটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। অবশেষে জনমতের প্রবল চাপে বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্প পর্যালোচনা করার জন্য এক স্বাধীন Review Commission নিয়োগ করতে বাধ্য হয় যা ১৯৯১ সালে তার ঐতিহাসিক রিপোর্ট পেশ করে। এই বছরেই পামেলা কক্স কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্বব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে ৬ মাসের মধ্যে কতকগুলি ন্যূনতম শর্ত পূরণের কথা বলে। কিন্তু সরকার তা করতে ব্যর্থ হলে ১৯৯৩ সালের ৩০শে মার্চ বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্প গোষ্ঠী হতে তাদের আর্থিক আরোপ প্রত্যাহার করে নেয়। যদিও বিশ্বব্যাঙ্কের পাচাৎপসরণ সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পকে বন্ধ করতে পারেনি। এই আন্দোলন অনেকাংশে স্তিমিত হলেও আজও অব্যাহত।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে যে ভুবনগ্রাম নির্মিত হয়েছে অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে একছাতার নীচে আনা সম্ভব হয়েছে সেক্ষেত্রে উন্নত-উন্নয়নশীল, ধনী-নির্ধন সমস্ত রাষ্ট্রকে পরিবেশ রক্ষার হাল ধরতেই হবে। আর তানাহলে গ্রেটার মত নবীনদের সাথে প্রবীনদেরকেও

রাষ্ট্র যন্ত্রের উন্নয়ন নামক বিভীষিকার পাগলামি থেকে ধরিত্রিমাতাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতেই হবে।